জাতিসংঘ সনদ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

জাতিসংঘ সনদ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

Bengali version of
The Charter of the United Nations

Translated by **Dr. Nurul Momen**

Edited by **Kazi Ali Reza**

Current Edition Edited by **M. Moniruzzaman, PhD**

Published by
United Nations Information Centre
IDB Bhaban, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka, Bangladesh

Published in Bangla 1984
Reprint : 1985, 1993, 2000, 2001, 2015
Revised Edition : December 2020
UNIC/PUB 2020/01-1000

Printed by : Print Touch

জাতিসংঘ সনদ (বাংলা সংস্করণ)
অনুবাদক : **ড. নুরুল মোমেন**

সম্পাদনায়
কাজী আলী রেজা

চলতি সংস্করণ সম্পাদনা
মোঃ মনিরুজ্জামান, পিএইচডি

প্রকাশক
জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
আইডিবি ভবন, শের-ই-বাংলানগর
ঢাকা, বাংলাদেশ

বাংলায় প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪
পুনর্মুদ্রণ : ১৯৮৫, ১৯৯৩, ২০০০, ২০০১, ২০১৫
সংশোধিত সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০২০

ইউনিক/প্রকাশ/২০২০/০১-১০০০

অনুবাদকের কথা

জাতিসংঘের গঠনতন্ত্র বা সনদ মানবকল্যাণ প্রগতি-সম্পর্কিত বহু জাতির বহুদিনের সমন্বিত চিন্তার ফল। সমঝোতা ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রণীত বলে এর বাক্যবিন্যাসে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে বিষয়বস্তুর কারণে এতে আন্তর্জাতিক আইন, কূটনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রের টেকনিক্যাল শব্দেরও সমাবেশ ঘটেছে। এ ধরনের একটি দলিল যেকোনো ভাষাতে অনুবাদ করা স্বাভাবিকভাবেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমাদের বাংলা ভাষা ঐশ্বর্যশালী, কিন্তু তাই বলে এ ভাষার বেলায় কথাটি কম প্রযোজ্য নয়। টেকনিক্যাল শব্দের পরিভাষা নিয়ে এখনো এ দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। অর্থাৎ আমাদের পরিভাষাগুলো আজও যথোচিত ব্যঞ্জনা ও পূর্ণ স্বীকৃতি অর্জন করতে পারেনি। পারিভাষিক অসুবিধার জন্যই বোধ হয় এ পর্যন্ত এ দেশে জাতিসংঘ সনদের কোনো বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। অথচ বাংলাদেশের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির পর বিশ্ব সংস্থাটি সম্পর্কে এখানকার ছাত্রছাত্রী তথা সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণীর আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এই চাহিদার দিকে লক্ষ রেখেই অনুবাদের দুরূহ কাজে উদ্যোগী হতে হয়েছে।

পরিভাষা ছাড়া বর্তমান অনুবাদককে ১৯৪৫ সালে সনদ তৈরির সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করতে হয়েছে। তাই এ ধরনের দলিলের আক্ষরিক অনুবাদ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হলেও কোনো কোনো স্থানে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্যণীয়। উদাহরণস্বরূপ, সনদের ২ ধারায় Sovereign equality-এর অনুবাদ সার্বভৌম সমতার পরিবর্তে 'সার্বভৌমত্ব ও সমতা' ও ১০৯ ধারায় for the purpose of reviewing the present Charter-এর অনুবাদ 'বর্তমান সনদের পর্যালোচনার জন্যে'র জায়গায় 'বর্তমান সনদের পুনর্বিবেচনার জন্য' রাখা হয়েছে। আবার স্থানবিশেষে ভাষাকে কিছু সুখপাঠ্য করার উদ্দেশ্যে মূলের মেজাজ ও বিশুদ্ধি যথাসম্ভব বজায় রেখে ভাবানুবাদেরও আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। United Nations-এর খাঁটি বাংলা 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' কিন্তু জাতিসংঘ কথাটি বহুল প্রচলিত বলে তা-ই গ্রহণ করা হয়েছে।

তাছাড়া, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত মিত্রশক্তিসমূহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটির নাম 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' রাখা হলেও আজ যখন পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রই এর সদস্য, তখন জাতিসংঘ নামে এটা পরিচিত হবে, এটাই স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গত, প্রথম বাক্যাংশ 'We the peoples of the United Nations'-এর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। জাতিসংঘ একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা, কিন্তু এর সনদ প্রণয়নকালে নিজ দেশের গঠনতন্ত্রের প্রারম্ভিক শব্দগুলোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি Governments বা States-এর পরিবর্তে Peoples শব্দটি ব্যবহার করার জন্য জোর দাবি জানান। সনদটি যে বিভিন্ন দেশের জনগণের ইচ্ছারই অভিব্যক্তি এবং প্রধানত তাদের কল্যাণের জন্য নিবেদিত, এর ওপর গুরুত্বারোপ করাই ছিল ওই দাবির উদ্দেশ্য। যদিও মার্কিন প্রচেষ্টা সফল হয়, তথাপি সনদটি যে একটি আন্তসরকারি চুক্তির দ্বারা কার্যকরী হবে, সনদের মুখবন্ধের শেষদিকে তা স্বীকৃত হয়েছে।

মোট কথা, ভাষান্তর করার সময় নানাদিক বিবেচনা করা হয়েছে। এ প্রয়াস কতটুকু সার্থক হলো, তা বিচারের ভার অবশ্যই বিদগ্ধ পাঠকের ওপর।

সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

নুরুল মোমেন
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জাতিসংঘ সনদ

আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কিত জাতিসংঘ সম্মেলন সমাপ্তির পর ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সানফ্রানসিসকো নগরীতে জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর তা কার্যকর হয়। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের সংবিধান জাতিসংঘ সনদেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সনদের ২৩, ২৭ ও ৬১ ধারা-সম্পর্কিত সংশোধনীগুলো সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৬৩ সালে ১৭ ডিসেম্বর গৃহীত হয় এবং ১৯৬৫ সালের ৩১ আগস্ট কার্যকর হয়। ৬১ ধারা-সংক্রান্ত অন্য একটি সংশোধনী সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত হয় এবং ১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বলবৎ হয়। ১০৯ ধারার যে সংশোধনীটি সাধারণ পরিষদে ১৯৬৫ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত হয় তা ১৯৬৮ সালের ১২ জুন বাস্তবায়িত হয়।

২৩ ধারার সংশোধনীটি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১১ থেকে ১৫-তে বর্ধিত করে। সংশোধিত ২৭ ধারা অনুযায়ী পদ্ধতিগত বিষয়াদির ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ নয়টি (আগে সাতটি) সদস্যের ইতিবাচক ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবে এবং অন্য সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায় পরিষদের পাঁচটি স্থানীয় সদস্যের সমর্থনসূচক ভোট ওই নয়টি সদস্যের ইতিবাচক ভোটের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৬১ ধারার যে সংশোধনটি ১৯৬৫ সালের ৩১ আগস্ট থেকে কার্যকরী হয় তা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৮ থেকে ২৭-এ উন্নীত করে। ওই ধারার পরবর্তী সংশোধনীটি ১৯৭৩ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর কার্যকর হয় এবং সে অনুযায়ী ওই পরিষদের সদস্য সংখ্যা আরও বর্ধিত করে ২৭ থেকে ৫৪-তে উন্নীত হয়।

১০৯ ধারার প্রথম অনুচ্ছেদ-সম্পর্কিত সংশোধনী অনুযায়ী বর্তমান সনদ পুনর্বিবেচনার জন্য সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ এবং নিরাপত্তা পরিষদের যেকোনো নয়টি (আগে ছিল সাতটি) সদস্যের ভোটে নির্ধারিত তারিখ ও স্থানে জাতিসংঘ সদস্যদের একটি সাধারণ সম্মেলন আহ্বান করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ পরিষদের দশম বার্ষিক অধিবেশনকালে সনদ পুনর্বিবেচনার জন্য একটি সম্ভাব্য সম্মেলন অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত মূল সনদের ১০৯ ধারার তৃতীয় অনুচ্ছেদটি অক্ষুণ্ন রয়েছে। যেহেতু ১৯৫৫ সালে সাধারণ পরিষদের দশম বার্ষিক অধিবেশনকালে এবং নিরাপত্তা পরিষদে অনুচ্ছেদটি কার্যকর হয়, এ জন্য তাতে নিরাপত্তা পরিষদের যেকোনো সাতটি সদস্যের ভোটদান প্রসঙ্গটি অপরিবর্তিত রাখা হয়।

আমরা জাতিসংঘভুক্ত জনগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

ভবিষ্যৎ বংশধরদের যুদ্ধের অভিশাপ থেকে বাঁচাবার জন্য, যে অভিশাপ আমাদের জীবনকালে দু-দুবার মানবজাতির কাছে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা বহন করে এনেছে, এবং

মৌল মানবিক অধিকার, মানুষের মর্যাদা ও মূল্য এবং ছোট-বড় জাতি ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান অধিকারের প্রতি আস্থা পুনর্ব্যক্ত করার জন্য, এবং

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন উৎসপ্রসূত বাধ্যবাধকতার প্রতি সম্মান বজায় রাখার মতো অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য এবং ব্যাপকতর স্বাধিকারের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি সাধন ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য,

এবং এ উদ্দেশ্যে।

পরস্পর সুপ্রতিবেশী হিসেবে শান্তিতে বসবাস এবং সহিষ্ণুতার অনুশীলন করতে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য আমাদের শক্তি সংহত করতে, এবং

সাধারণ স্বার্থ ছাড়া যে সামরিক শক্তি ব্যবহার করা হবে না, এ বিষয় নীতি গ্রহণ ও পদ্ধতিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে সুনিশ্চিত করতে, এবং সব জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করতে,

উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলো চরিতার্থ করার জন্য আমরা আমাদের সব শক্তি একত্র করতে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

অতএব, যথাযথভাবে যাঁরা তাঁদের পূর্ণ ক্ষমতাপত্র প্রদর্শন করেছেন, সানফ্রানসিসকো নগরীতে সমবেত সেই প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আমাদের নিজ নিজ সরকার জাতিসংঘের বর্তমান সনদ গ্রহণ করে এতদ্বারা জাতিসংঘ নাম অভিহিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করছে।

প্রথম অধ্যায়

উদ্দেশ্য ও মূলনীতি

ধারা ১

জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো হলো :

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ এবং এ উদ্দেশে শান্তিভঙ্গের হুমকি নিবারণ ও দূরীকরণের জন্য এবং আক্রমণ অথবা অন্যান্য শান্তিভঙ্গকর কার্যকলাপ দমনের জন্য কার্যকর যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে আন্তর্জাতিক বিরোধ বা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাপূর্ণ পরিস্থিতির নিষ্পত্তি বা সমাধান;

২. বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম-অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে প্রসার এবং বিশ্বশান্তি দৃঢ় করার জন্য অন্যান্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ;

৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা মানবিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশ সাধন এবং মানবিক অধিকার ও জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম-নির্বিশেষে সবার মৌল স্বাধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উৎসাহ দান; এবং

৪. এসব সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জাতিগুলোর প্রচেষ্টায় সমন্বয় সাধনের কেন্দ্র হিসেবে কার্যপরিচালনা।

ধারা ২

ধারা ১-এ বর্ণিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই সংগঠন এবং এর সদস্যরা নিম্নলিখিত মূলনীতিসমূহ অনুযায়ী কাজ করবে :

১. সব সদস্যের সার্বভৌমত্ব ও সমতার মূলনীতির ওপর এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত।

২. সদস্যপদের অধিকারগুলো ও সুবিধাদি সবার জন্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সদস্যরা বর্তমান সনদ অনুযায়ী তাদের দায়দায়িত্ব সরল বিশ্বাসে মেনে চলবে।

৩. সব সদস্য তাদের আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এমনভাবে নিষ্পত্তি করবে, যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার বিঘ্নিত না হয়।

৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব সদস্য আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনো উপায় গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত থাকবে।

৫. সব সদস্য বর্তমান সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সব কর্মপ্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে এবং যেসব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ প্রতিষেধক বা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেসব রাষ্ট্রকে সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকবে।

৬. জাতিসংঘ-বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলোও যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে এসব মূলনীতি অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করে সেজন্য সংগঠনটি সচেষ্ট থাকবে।

৭. বর্তমান সনদ জাতিসংঘকে কোনো রাষ্ট্রের নিছক অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার দিচ্ছে না বা সেরূপ বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য কোনো সদস্যকে জাতিসংঘের দ্বারস্থ হতে হবে না; কিন্তু সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে এই নীতি অন্তরায় হবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সদস্যপদ

ধারা ৩

যেসব রাষ্ট্র সানফ্রানসিসকোতে আন্তর্জাতিক সংগঠন-সম্পর্কিত জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগদান করে অথবা ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারির জাতিসংঘ ঘোষণাতেই আগেই স্বাক্ষর দেয় তারা যদি বর্তমান সনদে স্বাক্ষর রাখে এবং ধারা ১১০ অনুযায়ী তা অনুমোদন করে, সে ক্ষেত্রে সেসব রাষ্ট্র জাতিসংঘের মূল সদস্য হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা ৪

১. বর্তমান সনদে উল্লিখিত সব দায়দায়িত্ব যারা গ্রহণ করবে এবং সংগঠনটির বিচারে যারা এসব দায়দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক সে ধরনের অন্য সব শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রের জন্য জাতিসংঘের সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ ধরনের রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করবে।

ধারা ৫

জাতিসংঘের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রতিষেধকমূলক অথবা বল প্রয়োগমূলক কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ তার সদস্যপদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাগুলো সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ ওইসব অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করতে পারবে।

ধারা ৬

বর্তমান সনদে উল্লিখিত মূলনীতিগুলো ক্রমাগত ভঙ্গের জন্য দায়ী জাতিসংঘের কোনো সদস্যকে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ থেকে বহিষ্কার করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অঙ্গসংস্থাসমূহ

ধারা ৭

১. জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গসংস্থা হিসেবে একটি সাধারণ পরিষদ, একটি নিরাপত্তা পরিষদ, একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, একটি অছি পরিষদ, একটি আন্তর্জাতিক বিচার-আদালত এবং একটি সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠা করা হলো।

২. বর্তমান সনদ অনুযায়ী প্রয়োজনমতো সহায়ক অঙ্গসংস্থা গঠন করা যেতে পারে।

ধারা ৮

প্রধান ও সহায়ক অঙ্গসংস্থাগুলোর সমতার ভিত্তিতে যেকোনো পদে নারী ও পুরুষের অংশ নেওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে জাতিসংঘ কোনো বাধা দেবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ পরিষদ

ধারা ৯

গঠন

১. জাতিসংঘের সব সদস্যকে নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।

২. সাধারণ পরিষদের প্রতি সদস্যের পাঁচজনের বেশি প্রতিনিধি থাকবে না।

কার্যাবলি ও ক্ষমতা

ধারা ১০

সাধারণ পরিষদ বর্তমান সনদের পরিধির মধ্যে অথবা সনদ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত যেকোনো অঙ্গসংস্থার কার্যক্রম ও ক্ষমতা সম্পর্কে যেকোনো প্রশ্ন বা বিষয় আলোচনা করতে পারবে এবং ধারা ১২-এর শর্ত ছাড়া অন্যান্য যেকোনো প্রশ্ন বা বিষয় সম্পর্কে জাতিসংঘের সদস্যদের অথবা নিরাপত্তা পরিষদের অথবা উভয়ের কাছে সুপারিশ করতে পারবে।

ধারা ১১

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিরস্ত্রীকরণ ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ নীতিসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সাধারণ নীতিগুলো সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ যেকোনো প্রশ্ন বা বিষয় আলোচনা করতে পারবে এবং এসব নীতি সম্পর্কে সদস্যদের কাছে অথবা নিরাপত্তা পরিষদের অথবা উভয় স্থানে সুপারিশ করতে পারবে।

২. সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের কোনো সদস্য, নিরাপত্তা পরিষদ অথবা ধারা ৩৫-এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্য নয়, এমন কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠনটির কাছে আনীত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে আলোচনা করতে পারবে এবং ধারা ১২-এর ব্যতিক্রম বাদে যেকোনো সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলো বা নিরাপত্তা পরিষদ অথবা উভয়ের কাছে প্রয়োজন হলে যেকোনো বিষয়ে আলোচনার আগে বা পরে সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদে পাঠিয়ে দেবে।

৩. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে।

৪. এই ধারায় লিপিবদ্ধ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতাবলি ধারা ১০-এর সাধারণ পরিধি সীমিত করবে না।

ধারা ১২

১. বর্তমান সনদ অনুযায়ী কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের কাজ সম্পাদনকালে ওই পরিষদ অনুরোধ না জানালে সেই বিরোধ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ কোনো সুপারিশ করবে না।

২. নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে এ পরিষদের সম্মতিক্রমে সেক্রেটারি জেনারেল সাধারণ পরিষদের প্রত্যেকটি বৈঠকে ওই বিষয়টি বিবেচনা শেষ হওয়া মাত্র সাধারণ পরিষদকে কিংবা তখন সাধারণ পরিষদ অধিবেশনরত না হলে জাতিসংঘের প্রত্যেক সদস্যের গোচরীভূত করবেন।

ধারা ১৩

১. নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ পর্যালোচনা করে দেখবে এবং সুপারিশ করবে :

ক. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশ ও তা লিপিবদ্ধকরণে উৎসাহ দান;

খ. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম-নির্বিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধিকারগুলো অর্জনে সহায়তা দান।

২. উপরোল্লিখিত ১ (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে সাধারণ পরিষদের অতিরিক্ত দায়িত্ব, কার্যক্রম ও ক্ষমতা নবম ও দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হলো।

ধারা ১৪

ধারা ১২-এর বিধানসাপেক্ষে সাধারণ পরিষদ সাধারণ কল্যাণ অথবা আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিঘ্নিত করতে পারবে, এমন কোনো পরিস্থিতির ক্ষেত্রে, সেই পরিস্থিতির উৎপত্তির কারণ যা-ই হোক না কেন, শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য কর্মপন্থা সুপারিশ করতে পারবে। বর্তমান সনদে উল্লিখিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি নির্দেশক বিধানগুলো লঙ্ঘন করার ফলে উদ্ভূত অবস্থা সম্বন্ধেও একই ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন।

ধারা ১৫

১. সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের কাছ থেকে বার্ষিক ও বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ গ্রহণ করবে এবং সেগুলো বিবেচনা করবে; আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা বা সিদ্ধান্তগুলোর বিবরণ এসব প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত থাকবে।

২. সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গসংস্থা থেকেও প্রতিবেদন গ্রহণ করবে এবং সেগুলো বিবেচনা করবে।

ধারা ১৬

সাধারণ পরিষদ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত নয়, এমন এলাকাগুলোর অছিগিরি-সংক্রান্ত চুক্তির অনুমোদনসহ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নির্দেশিত আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা-সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

ধারা ১৭

১. সাধারণ পরিষদ সংগঠনটির বাজেট বিবেচনা ও অনুমোদন করবে।
২. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্থিরিকৃত হারে সদস্যরা সংগঠনটির ব্যয়ভার বহন করবে।
৩. সাধারণ পরিষদ ধারা ৫৭-এ উল্লিখিত বিশেষ এজেন্সিগুলোর সঙ্গে যেকোনো আর্থিক ও বাজেট-সংক্রান্ত ব্যবস্থা বিবেচনা ও অনুমোদন করবে এবং সেইসব বিশেষ এজেন্সির কাছে সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে তাদের প্রশাসনিক বাজেটও পরীক্ষা করে দেখবে।

ভোটদান-রীতি

ধারা ১৮

১. সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে।
২. ভোটদানকারী উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সাধারণ পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্পর্কিত সুপারিশাদি, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন, জাতিসংঘে নতুন সদস্য গ্রহণ, সদস্যপদের অধিকার ও সুবিধাদি সাময়িকভাবে বাতিল, সদস্যদের বহিষ্করণ, অছি-ব্যবস্থা পরিচালনা ও বাজেট-সম্পর্কিত প্রশ্নাবলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
৩. কোন কোন অতিরিক্ত বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন তা-সহ অন্যান্য সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় স্থির হবে।

ধারা ১৯

জাতিসংঘে দেয়া চাঁদা কোনো সদস্য বাকি রাখলে এবং বকেয়া চাঁদার পরিমাণ আগের দু'বছরের দেয়া অর্থের সমান বা বেশি হলে সেই সদস্য সাধারণ পরিষদে যদি ওই সদস্যের পক্ষে চাঁদা দেওয়া তার সামর্থ্যের বাইরে ছিল বলে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, তবে পরিষদ তাকে ভোটদানের অনুমতি দিতে পারে।

পদ্ধতি

ধারা ২০

নিয়মিতভাবে বছরে একবার বার্ষিক অধিবেশন এবং প্রয়োজনমতো বিশেষ অধিবেশনে সাধারণ পরিষদ মিলিত হবে। নিরাপত্তা পরিষদ অথবা জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্যের অনুরোধে সেক্রেটারি-জেনারেল বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করবেন।

ধারা ২১

সাধারণ পরিষদ আপন কার্যপদ্ধতি স্থির করবে। প্রতিটি অধিবেশনের জন্য পরিষদ তার সভাপতি নির্বাচন করবে।

ধারা ২২

সাধারণ পরিষদ নিজ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনবোধে অধঃস্তন বা সহকারী অঙ্গসংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

নিরাপত্তা পরিষদ

গঠন

ধারা ২৩

১. জাতিসংঘের ১৫টি সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হবে। চীন প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হবে। সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের অপর ১০টি সদস্যকে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করবে। নির্বাচনকালে প্রথমত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে এবং সংগঠনটির অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণে জাতিসংঘের সদস্যদের অবদান এবং সম-ভৌগলিক বণ্টনের প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি রাখা হবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যরা দুই বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা ১১ থেকে ১৫-তে উন্নীত করার পর প্রথম নির্বাচনে চারটি অতিরিক্ত সদস্যের মধ্যে দুটি এক বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবে। কোনো বিদায়ী সদস্য আশু পুনর্নির্বাচনের জন্য যোগ্য হবে না।

কার্যক্রম ও ক্ষমতাবলি

ধারা ২৪

১. জাতিসংঘ কর্তৃক দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সদস্যরা নিরাপত্তা পরিষদের ওপর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করছে এবং ওই দায়িত্ব অনুযায়ী কর্তব্য পালনে নিরাপত্তা পরিষদ তাদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে বলে স্বীকার করে নিচ্ছে।

২. এসব কর্তব্য পালনে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি অনুযায়ী চলবে। কর্তব্যসমূহ পালনের জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম অধ্যায় অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

৩. নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ পরিষদের বিবেচনার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ প্রতিবেদন দাখিল করবে।

ধারা ২৫

বর্তমান সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্যরা নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে চলতে এবং তা কার্যকর করতে সম্মত হচ্ছে।

ধারা ২৬

বিশ্বের লোকবল ও আর্থিক সম্পদ অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনে যতদূর সম্ভব কম নিয়োজিত করে যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় সেজন্যে নিরাপত্তা পরিষদ ধারা ৪৭-এ বর্ণিত সামরিক স্টাফ কমিটির সহায়তায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কিত একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনাসমূহ জাতিসংঘের সদস্যদের কাছে পেশ করার জন্য দায়ী থাকবে।

ভোটদান রীতি

ধারা ২৭

১. নিরাপত্তা পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোটদানের অধিকার থাকবে।
২. পদ্ধতিগত বিষয়গুলো ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদে নয়টি সদস্যের ইতিবাচক ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
৩. অন্যান্য বিষয়ে স্থায়ী সদস্যদের সমর্থনসূচক ভোটসহ মোট নয়টি সদস্যের ইতিবাচক ভোটে নিরাপত্তা পরিষদ সিদ্ধান্ত নেবে; অবশ্য ষষ্ঠ অধ্যায় অথবা ৫২-এর ৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে বিবদমান সদস্য ভোটদানে বিরত থাকবে।

কার্যপদ্ধতি

ধারা ২৮

১. নিরাপত্তা পরিষদ এমনভাবে গঠন করতে হবে, যাতে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্য সর্বদাই পরিষদের কার্যালয়ে প্রতিনিধি রাখবে।
২. নিরাপত্তা পরিষদ নৈমিত্তিকভাবে যেসব অধিবেশনে মিলিত হবে তাতে সদস্যদের প্রত্যেকেই ইচ্ছা করলে সরকারের প্রতিনিধি অথবা বিশেষভাবে ভারপ্রাপ্ত অন্য কোনো প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে।
৩. সংগঠনটির সদস্য কার্যালয়ে ছাড়াও নিরাপত্তা পরিষদ তার বিচারে কার্যনির্বাহের জন্য প্রকৃষ্টতম স্থানে অধিবেশন আহ্বান করতে পারবে।

ধারা ২৯

নিরাপত্তা পরিষদ কার্যনির্বাহের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে সহকারী অঙ্গসংস্থাসমূহ গঠন করতে পারবে।

ধারা ৩০

নিরাপত্তা পরিষদ সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতিসহ স্বীয় কার্যনির্বাহের নিয়মাবলি স্থির করবে।

ধারা ৩১

যদি নিরাপত্তা পরিষদে আনীত কোনো প্রশ্নের সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনায় পরিষদ-বহির্ভূত এমন কোনো জাতিসংঘ সদস্যের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত থাকে, তবে ভোটাধিকার ছাড়া ওই সদস্য প্রশ্নটির আলোচনায় অংশ নিতে পারবে।

ধারা ৩২

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয়, এমন জাতিসংঘ সদস্য অথবা জাতিসংঘের সদস্য নয়, এমন কোনো রাষ্ট্র যদি নিরাপত্তা পরিষদে বিবেচনাধীন কোনো বিরোধে পক্ষ হয়, তবে ওই বিরোধ সম্পর্কে আলোচনায় ভোটাধিকার ছাড়া অংশগ্রহণের জন্য পরিষদ তাকে আমন্ত্রণ জানাবে। জাতিসংঘের সদস্যপদহীন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ নিজ বিবেচনা অনুসারে আলোচনায় অংশগ্রহণের শর্তাবলি স্থির করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিরোধাদির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা

ধারা ৩৩

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে হুমকিস্বরূপ কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে বিবদমান পক্ষগুলো প্রথমত আলাপ-আলোচনা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, সালিশি, বিচার বিভাগীয় নিষ্পত্তি, আঞ্চলিক সংস্থা বা ব্যবস্থাদির মারফত অথবা তাদের পছন্দমতো অন্যান্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করার চেষ্টা করবে।

২. প্রয়োজনবোধে নিরাপত্তা পরিষদ ওই উপায়সমূহের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পক্ষগুলোকে আহ্বান জানাবে।

ধারা ৩৪

আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ বা বিবাদে পরিণত হতে পারে, এমন কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার কতটুকু আশঙ্কা রয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদ তা অনুসন্ধান করে দেখতে পারে।

ধারা ৩৫

১. জাতিসংঘের যেকোনো সদস্য ধারা ৩৪-এ বর্ণিত যেকোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

২. যদি জাতিসংঘের সদস্য নয়, এমন কোনো বিবদমান রাষ্ট্র এই সনদে গৃহীত শান্তিপূর্ণ মীমাংসার বাধ্যবাধকতা মানতে সম্মত থাকে, তবে ওই রাষ্ট্র বিবাদটি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ অথবা সাধারণ পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

৩. এই ধারা অনুসারে আনীত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের কার্যক্রম ধারা ১১ ও ১২-এ বর্ণিত শর্তসাপেক্ষ হবে।

ধারা ৩৬

১. ধারা ৩৩-এ বর্ণিত যেকোনো বিরোধ অথবা ওই ধরনের কোনো পরিস্থিতির যেকোনো অবস্থায় তা সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ উপযুক্ত পদ্ধতি বা উপায় সুপারিশ করতে পারে।

২. বিবদমান পক্ষগুলো কর্তৃক মীমাংসার জন্য ইতোমধ্যেই গৃহীত যেকোনো পদ্ধতি নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনা করে দেখা উচিত।

৩. এই ধারা অনুযায়ী সুপারিশাদি করার সময় নিরাপত্তা পরিষদের এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আইনগত বিবাদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদালতে সংবিধি অনুসারে ওই আদালতের আশ্রয় নেওয়াই বিবদমান দলগুলোর পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

ধারা ৩৭

১. বিবদমান পক্ষগুলো ধারা ৩৩-এ বর্ণিত কোনো বিবাদের বিষয় যদি ওই ধারা অনুসারে মীমাংসা করতে সমর্থ না হয়, তবে তারা বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পেশ করবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদ যদি মনে করে যে ওই বিবাদ চলতে দেওয়া বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে সত্যিই আশঙ্কাজনক সে অবস্থায় পরিষদ ধারা ৩৬ অনুসারে কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায় কি না অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত মীমাংসার সূত্র সুপারিশ করা প্রয়োজন আছে কি না, তা বিবেচনা করে দেখবে।

ধারা ৩৮

যদি কোনো বিরোধপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদ অনুরুদ্ধ হয়, তবে ওই পরিষদ শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য ধারা ৩৩ থেকে ৩৭ পর্যন্ত বর্ণিত বিধানগুলোর কোনো ধরনের ব্যত্যয় না করে বিবদমান পক্ষগুলোর কাছে সুপারিশাদি পাঠাতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

শান্তির প্রতি হুমকি, শান্তিভঙ্গ এবং আক্রমণাত্মক কার্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা

ধারা ৩৯

শান্তির প্রতি কোনো হুমকি রয়েছে কি না, শান্তিভঙ্গ হয়েছে কি না, অথবা কোনো আক্রমণাত্মক কার্য ঘটেছে কি না, নিরাপত্তা পরিষদ তা নির্ধারণ করবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখা বা পুনরুদ্ধার করার জন্য সুপারিশাদি করবে, অথবা ধারা ৪১ ও ৪২ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে।

ধারা ৪০

পরিস্থিতির অবনতি প্রতিরোধকল্পে নিরাপত্তা পরিষদ ধারা ৩৯ অনুযায়ী সুপারিশ জ্ঞাপন বা কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অথবা বাঞ্ছনীয় সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতে পারে। এই সাময়িক ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর অধিকার, দাবি অথবা অবস্থান কোনোভাবে ব্যাহত হবে না। ওই ধরনের সাময়িক ব্যবস্থাদি পালনে ব্যর্থতার হিসাব-নিকাশ নিরাপত্তা পরিষদ যথাযথভাবে করবে।

ধারা ৪১

নিরাপত্তা পরিষদ তার সিদ্ধান্তগুলোকে কার্যকর করার জন্য সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ ছাড়া অন্যান্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তা স্থির করবে এবং জাতিসংঘের সদস্যদের সেগুলো কাজে বাস্তবায়ন করার জন্য আহ্বান জানাবে। সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আর্থিক সম্পর্কে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, রেলপথ, আকাশ, ডাক, তার, রেডিও এবং অন্যান্য যোগাযোগ-ব্যবস্থা ব্যাহত করা এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রভৃতি এসব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

ধারা ৪২

ধারা ৪১-এ বর্ণিত ব্যবস্থাদি অপর্যাপ্ত হবে বলে অথবা অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে বলে যদি নিরাপত্তা পরিষদ মনে করে, সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা রক্ষা বা পুনরুদ্ধারকল্পে পরিষদ বিমান, নৌ ও স্থলবাহিনীর সাহায্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারে। জাতিসংঘের সদস্যদের সামরিক মহড়া, অবরোধ

সৃষ্টি অথবা নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী নিয়োগ করে সামরিক শক্তি প্রদর্শন প্রভৃতি এই ব্যবস্থাদির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ধারা ৪৩

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অবদান রাখার জন্য জাতিসংঘের সব সদস্য নিরাপত্তা পরিষদের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং একটি বিশেষ চুক্তি অথবা চুক্তিগুলো অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক বাহিনী, সহায়তা এবং যাতায়াতের অধিকারসহ সুযোগ-সুবিধা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।
২. সামরিক দলের সংখ্যা ও প্রকারভেদ, তাদের প্রস্তুতির মাত্রা এবং সাধারণ অবস্থানক্ষেত্র এবং কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা তাদের দেওয়া হবে, এ ধরনের চুক্তি বা চুক্তিগুলো দ্বারা তা নির্ণয় করা হবে।
৩. যথাসম্ভব দ্রুত নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে এই চুক্তি বা চুক্তিগুলোর জন্য আলোচনা শুরু করা হবে। নিরাপত্তা পরিষদ ও সদস্যরা অথবা নিরাপত্তা পরিষদ ও সদস্যরা বিভিন্ন দলের মধ্যে চুক্তিগুলো সম্পাদিত হবে এবং স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ সংবিধান মোতাবেক অনুমোদনসাপেক্ষ থাকবে।

ধারা ৪৪

নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে, ধারা ৪৩-এর বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী সামরিক বাহিনী জোগানোর জন্য নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিনিধিত্ববিহীন কোনো সদস্যকে আহ্বান করার আগে সেই সদস্যের ইচ্ছা-সাপেক্ষে তার সামরিক বাহিনী নিয়োগ-সম্পর্কিত আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ তাকে আহ্বান জানাতে পারবে।

ধারা ৪৫

জরুরি সামরিক ব্যবস্থাদির গ্রহণে জাতিসংঘকে সক্ষম করার জন্য সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সদস্যরা নিজ নিজ জাতীয় বিমানবাহিনীকে অবিলম্বে প্রস্তুত করবে। এই সব বাহিনীর শক্তি ও প্রস্তুতির মাত্রা এবং যৌথ ব্যবস্থা অবলম্বনের পরিকল্পনাদি সামরিক স্টাফ কমিটির সহায়তায় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিরূপিত হবে এবং তা ৪৩ ধারায় বর্ণিত বিশেষ চুক্তি বা চুক্তিগুলো শর্তের মধ্যে সীমিত থাকবে।

ধারা ৪৬

সামরিক বাহিনী নিয়োগ-সম্পর্কিত পরিকল্পনাদি সামরিক স্টাফ কমিটির সহায়তায় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত হবে।

ধারা ৪৭

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সামরিক প্রয়োজনাদি সম্পর্কিত সব প্রশ্ন, পরিষদের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত সামরিক বাহিনীর অধিনায়কত্ব ও নিয়োগাদি, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্য নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে উপদেশ ও সহায়তা প্রদানের জন্য একটি সামরিক স্টাফ কমিটি গঠন করা হবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণের সেনাধ্যক্ষদের অথবা তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সামরিক স্টাফ কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি সুষ্ঠু দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন হলে কমিটিতে স্থায়ী প্রতিনিধিত্ববিহীন জাতিসংঘের যেকোনো সদস্যকে কমিটিতে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাবে।

৩. নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে সামরিক স্টাফ কমিটি পরিষদের অধিকারে আরোপিত যেকোনো সামরিক বাহিনীর কৌশলগত পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবে। এসব বাহিনীর আজ্ঞা-সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরবর্তী সময়ে স্থির করা হবে।

৪. নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এবং যথাযথ আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সামরিক স্টাফ কমিটি আঞ্চলিক উপ-কমিটি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

ধারা ৪৮

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো পালন করার জন্য যে কর্মপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হবে তা নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশানুযায়ী জাতিসংঘের সব সদস্য বা কিছুসংখ্যক সদস্য কর্তৃক কার্যকর করা হবে।

২. এই সিদ্ধান্ত জাতিসংঘের সদস্যগণ কর্তৃক সরাসরি অথবা তাদের সদস্যভুক্তি রয়েছে এ ধরনের উপযুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাজের মধ্য দিয়ে পালিত হবে।

ধারা ৪৯

নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক স্থিরীকৃত কর্মপন্থা অনুসরণ করার জন্য জাতিসংঘের সদস্যরা পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদানে স্বীকৃত থাকবে।

ধারা ৫০

নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক বা বাধ্যতামূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সে ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অন্য যেকোনো সদস্য অথবা সদস্য নয়, এমন রাষ্ট্র ওইসব কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে যদি কোনো বিশেষ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে ওইসব সমস্যার সমাধানকল্পে সেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করার অধিকার থাকবে।

ধারা ৫১

জাতিসংঘের কোনো সদস্যের ওপর কোনো আক্রমণ ঘটলে যতক্ষণ পর্যন্ত না আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিরাপত্তা পরিষদ গ্রহণ করছে ততক্ষণ সেই রাষ্ট্রের একক সহজাত অধিকার বা যৌথ আত্মরক্ষার অধিকার সম্বন্ধে বর্তমান সনদের কোনো অংশই অন্তরায় হবে না। আত্মরক্ষার এই অধিকার কার্যকর করার জন্য সদস্যগণ কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাদি সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পেশ করতে হবে এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের জন্য এই সনদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা গ্রহণে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব কোনো মতেই বাধাগ্রস্ত হবে না।

অষ্টম অধ্যায়

আঞ্চলিক ব্যবস্থাসমূহ

ধারা ৫২

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত আঞ্চলিক ব্যবস্থা বা সংস্থাসমূহ সৃষ্টির ব্যাপারে বর্তমান সনদে কোনো আপত্তি নেই, তবে এসব ব্যবস্থা বা সংস্থা এবং তাদের কার্যকলাপ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বা মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

২. জাতিসংঘের সদস্যরা স্থানীয় বিরোধগুলো নিরাপত্তা পরিষদের গোচরীভূত করার আগে এসব ব্যবস্থা বা সংস্থার মারফত শান্তিপূর্ণভাবে সেগুলোর মীমাংসার জন্য সার্বিক চেষ্টায় নিয়োজিত হবে।

৩. সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর উদ্যোগে অথবা নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশক্রমে এসব আঞ্চলিক ব্যবস্থা বা সংস্থার মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধগুলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার চেষ্টাকে পরিষদ উৎসাহ দেবে।

৪. এ ধারা কোনোভাবেই ধারা ৩৪ ও ৩৫-এর কার্যকারিতা খর্ব করবে না।

ধারা ৫৩

১. উপযুক্ত ক্ষেত্রে এসব আঞ্চলিক ব্যবস্থা ও সংস্থাকে নিরাপত্তা পরিষদ স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কাজে নিয়োগ করবে। কিন্তু শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নির্দিষ্ট কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হলে এসব আঞ্চলিক ব্যবস্থা বা সংস্থার মাধ্যমে কোনো বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে না। অবশ্য যতদিন না সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে জাতিসংঘ নতুন আক্রমণ প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করবে ততদিন ধারা ১০৭ অনুসারে অথবা কোনো রাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্দে গঠিত আঞ্চলিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ ধারার প্রয়োগ চলবে না।

২. বর্তমান ধারার প্রথম অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত শত্রুরাষ্ট্র বলতে সনদে স্বাক্ষরকারী যেকোনো রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন শত্রুকে বোঝায়।

ধারা ৫৪

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে আঞ্চলিক ব্যবস্থা বা সংস্থা কর্তৃক গৃহীত অথবা অভিপ্রেত কার্যকলাপ সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদকে সব সময় সম্পূর্ণ অবহিত রাখতে হবে।

নবম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা

ধারা ৫৫

সম-অধিকার ও জাতিগুলো আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি সৃষ্টির ব্যাপারে জাতিসংঘের দায়িত্ব হচ্ছে :

ক. উচ্চতর জীবনযাত্রার মান অর্জন, পূর্ণ কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া ;

খ. আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাদির সমাধান এবং সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো ; এবং

গ. জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম-নির্বিশেষে সবার জন্য মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারসমূহ সংরক্ষণ ও সর্বজনীন মর্যাদা অর্জন করা।

ধারা ৫৬

ধারা ৫৫-এ বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলি কায়েম করার জন্য সব সদস্যরাষ্ট্র একক ও যৌথভাবে জাতিসংঘের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ধারা ৫৭

১. আন্তঃসরকার চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং মূল চুক্তিপত্রের বর্ণনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দায়িত্বশীল বিশেষ এজেন্সিগুলোর সঙ্গে ধারা ৬৩ অনুসারে জাতিসংঘের সম্পর্ক স্থাপন করা হবে।

২. এভাবে জাতিসংঘের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পর এ ধরনের এজেন্সিগুলো বিশেষ এজেন্সি বলে পরিচিত হবে।

ধারা ৫৮

জাতিসংঘ বিশেষ এজেন্সিগুলোর কার্যকলাপ ও নীতিমালার মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য সুপারিশাদি প্রণয়ন করবে।

ধারা ৫৯

প্রয়োজনবোধে ধারা ৫৫-এ বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের অন্য নতুন বিশেষ এজেন্সি সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আলোচনা চালানোর ব্যাপারে জাতিসংঘ উদ্যোগ নেবে।

ধারা ৬০

এ অধ্যায়ে বর্ণিত জাতিসংঘের কার্যাদির দায়িত্ব সাধারণ পরিষদের ওপর এবং সাধারণ পরিষদের কর্তৃত্বাধীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ওপর ন্যস্ত থাকবে। এ ব্যাপারে শেষোক্ত পরিষদের ক্ষমতা দশম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

দশম অধ্যায়

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

গঠন

ধারা ৬১

১. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত জাতিসংঘের চুয়ান্নটি সদস্য নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত হবে।

২. তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে তিন বছরের মেয়াদে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ১৮টি সদস্য প্রতিবছর নির্বাচিত হবে। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যেকোনো সদস্যের আশু পুনর্নির্বাচনের অধিকার থাকবে।

৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা ২৭ থেকে ৫৪-তে উন্নীত করার পর প্রথম নির্বাচনে যে নয়টি সদস্যের মেয়াদ ওই বছর পূর্ণ হবে সেই স্থলে নয়টি সদস্য ছাড়াও অতিরিক্ত ২৭টি সদস্য নির্বাচিত হবে।

৪. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রতি সদস্যরাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধি থাকবেন।

কার্যাদি ও ক্ষমতাবলি

ধারা ৬২

১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে পারবে এবং এ ধরনের যেকোনো বিষয় সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের সদস্যবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষ এজেন্সিগুলোর কাছে সুপারিশ পেশ করতে পারবে।

২. সবার জন্য মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধিকারসমূহ পালন এবং এসবের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ পরিষদ সুপারিশ করতে পারবে।

৩. স্বীয় আওতাভুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে এ পরিষদ সাধারণ পরিষদে পেশ করার উদ্দেশ্যে খসড়া চুক্তিপত্র বা কনভেনশন রচনা করতে পারবে।

৪. এ পরিষদ জাতিসংঘের নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী স্বীয় আওতাভুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করতে পারবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিশেষ এজেন্সিগুলোর থেকে নিয়মিত প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবে। 'র' মনে হয় লাগবে না

ধারা ৬৩

১. ধারা ৫৭-তে উল্লিখিত যেকোনো এজেন্সির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের চুক্তি হতে পারে। চুক্তিতে জাতিসংঘের সঙ্গে এজেন্সির সম্পর্কের সংজ্ঞা নির্দেশিত থাকবে। এ ধরনের চুক্তি সাধারণ পরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষ হবে।

২. বিশেষ এজেন্সিগুলোর সঙ্গে পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে এবং সাধারণ পরিষদ ও জাতিসংঘের সদস্যদের কাছে পাঠানো সুপারিশের মাধ্যমে এ পরিষদ বিশেষ এজেন্সিগুলোর কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারবে।

ধারা ৬৪

১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিশেষ এজেন্সিগুলো থেকে নিয়মিত প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবে। স্বীয় সুপারিশসমূহ এবং আওতাভুক্ত বিষয়াদির ব্যাপারে সাধারণ পরিষদের সুপারিশগুলো কার্যকর করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে প্রতিবেদন পাওয়ার উদ্দেশ্যে এ পরিষদ জাতিসংঘের সদস্যদের ও বিশেষ এজেন্সিগুলো সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে পারবে।

২. ওই সব রিপোর্ট সম্পর্কে এ পরিষদের মন্তব্যগুলো সাধারণ পরিষদকে জানাতে পারবে।

ধারা ৬৫

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদকে তথ্য পরিবেশন করতে পারবে এবং অনুরুদ্ধ হলে নিরাপত্তা পরিষদকে সহায়তা দান করবে।

ধারা ৬৬

১. সাধারণ পরিষদের সুপারিশগুলো কার্যকর করার ব্যাপারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ স্বীয় এখতিয়ারভুক্ত সমুদয় কাজ সম্পন্ন করবে।

২. জাতিসংঘ সদস্যদের অথবা বিশেষ এজেন্সিগুলোর দ্বারা অনুরুদ্ধ হলে সাধারণ পরিষদের অনুমতিক্রমে এ পরিষদ কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারবে।

৩. এই সনদে অন্যত্র নির্দিষ্ট অথবা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত কার্যাবলি এ পরিষদ সম্পাদন করবে।

ভোটদান ব্যবস্থা

ধারা ৬৭

১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে।

২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো উপস্থিত সদস্যদের ভোটাধিক্যে গৃহীত হবে।

ধারা ৬৮

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে, মানবিক অধিকারের বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে এবং স্বীয় কার্যাদি সম্পাদনের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ প্রয়োজনীয় কমিশন স্থাপন করবে।

ধারা ৬৯

জাতিসংঘের যেকোনো সদস্যকে ওই সদস্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভোটাধিকার ছাড়া আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আমন্ত্রণ জানাবে।

ধারা ৭০

বিশেষ এজেন্সিগুলোর প্রতিনিধিরা যাতে ভোটাধিকার ছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এবং তৎকর্তৃক স্থাপিত বিভিন্ন কমিশনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং স্বীয় প্রতিনিধিরা যাতে বিশেষ এজেন্সিগুলোর আলোচনা সভায় যোগ দিতে পারে, এজন্য এ পরিষদ ব্যবস্থা নিতে পারবে।

ধারা ৭১

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ স্বীয় আওতাভুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সংশিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পরামর্শ লাভের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে পারবে। জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সদস্যদের পরামর্শক্রমে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এবং সংগত হলে জাতীয় সংস্থাগুলোর সঙ্গে এ ধরনের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।

ধারা ৭২

১. সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতিসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ স্বীয় কর্মপদ্ধতি-সম্পর্কিত নিয়মকানুন নিজেই স্থির করবে।
২. অধিকাংশ সদস্যের অনুরোধক্রমে সভা আহ্বানের নিয়ম-সংবলিত স্বীয় নিয়মাবলি অনুসারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অধিবেশনে মিলিত হবে।

একাদশ অধ্যায়

অস্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে ঘোষণা

ধারা ৭৩

স্বায়ত্তশাসন-বঞ্চিত এলাকাগুলো শাসন-দায়িত্ব গ্রহণকারী জাতিসংঘ সদস্যরা ওইসব এলাকার অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করে নিচ্ছে এবং সনদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীন ওই অধিবাসীদের যথাসম্ভব কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব পবিত্র আমানত হিসেবে গণ্য করছে এবং এ উদ্দেশ্যে :

ক. সংশ্লিষ্ট জাতিগুলোর কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতিসাধন, তাদের প্রতি ন্যায়সংগত আচরণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তাদের স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তাদান করবে;

খ. স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা, জনগণের সত্যিকার রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া এবং প্রতি এলাকার জনগণের বিশেষ অবস্থাও প্রগতির বিভিন্ন ধাপ অনুসারে তাদের স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে সাহায্য করবে;

গ. আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নতিসাধনের জন্য চেষ্টা করবে;

ঘ. উন্নয়নকল্পে গঠনমূলক কর্মপন্থা গ্রহণে সহায়তা, গবেষণায় উৎসাহদান এবং একে অন্যের সঙ্গে ও প্রয়োজনবোধে বিশেষ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে এ ধারায় বর্ণিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য সহযোগিতা করবে;

ঙ. নিরাপত্তা ও শাসনতান্ত্রিক কারণে অসুবিধা না হলে সনদের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত এলাকাগুলো ভিন্ন অন্যান্য এলাকায় শাসন-দায়িত্ব গ্রহণকারী সদস্যরা নিজ নিজ দায়িত্বাধীন অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা বিষয় পরিসংখ্যান ও তথ্য নিয়মিতভাবে সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে পেশ করবে।

ধারা ৭৪

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে বিশ্বের অপরাপর অংশের স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে জাতিসংঘের সদস্যরা যেসব এলাকার বেলায় এ অধ্যায় প্রযোজ্য, সে ক্ষেত্রেও নিজ নিজ দেশীয় এলাকাগুলোর মতো তাদের নীতি অবশ্যই সুপ্রতিবেশীসুলভ সাধারণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে বলেও

সম্মত আছে।

ধারা ৭৫

পৃথক পৃথক চুক্তির মাধ্যমে পরবর্তীকালে যেসব এলাকার প্রশাসন ও তদারকির জন্য জাতিসংঘের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হবে, সেসব এলাকার জন্য জাতিসংঘ স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অছি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে।

ধারা ৭৬

সনদের ধারা ১-এ বর্ণিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অছি-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হবে :

ক. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বাড়ানো;

খ. অছি-এলাকাবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতিসাধন এবং প্রত্যেক অছি-চুক্তির শর্তানুসারে প্রতি অছি-এলাকার বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে সেখানকার জনগণের স্বাধীনভাবে প্রকাশিত মতামত অনুযায়ী তাদের স্বায়ত্তশাসন অথবা স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা;

গ. জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম-নির্বিশেষে সবার জন্য মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীকারসমূহ অর্জন এবং সেসবের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি এবং বিশ্বের জাতিগুলোকে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রতি স্বীকৃতির জন্য উৎসাহিত করা; এবং

ঘ. ধারা ৮০-এর শর্তসাপেক্ষে এবং উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের অন্তরায় না হলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে জাতিসংঘের সব সদস্য ও তাদের জনগণের প্রতি সমব্যবহার এবং বিচার-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ওই জনগণের প্রতি সমব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করা।

ধারা ৭৭

১. অছি-চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শ্রেণীর এলাকাগুলোর বেলায় অছি-ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে :

ক. বর্তমানে ম্যান্ডেট-শাসিত এলাকাগুলো;

খ. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে অক্ষশক্তির কবলমুক্ত এলাকাগুলো, এবং

গ. যেসব এলাকার শাসনভার শাসনকারী রাষ্ট্রগুলো স্বেচ্ছায় এ ব্যবস্থার

কাছে হস্তান্তর করতে চাইবে।

২. উপরিউক্ত শ্রেণীর এলাকাগুলোর মধ্যে কোনগুলো অছি-ব্যবস্থার অধীনে আনা হবে এবং কী শর্তে আনা হবে তা পরবর্তী চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে।

ধারা ৭৮

জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হয়েছে, এ ধরনের এলাকার ক্ষেত্রে অছি-ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না; কেননা সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক সার্বভৌমত্ব ও সমতার নীতির প্রতি শ্রদ্ধার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

ধারা ৭৯

অছি-ব্যবস্থার অধীনে আনা হবে, এরূপ এলাকা সম্পর্কে পরিবর্তন ও সংশোধনসহ অছির শর্তাবলি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক স্বীকৃত হবে এবং ধারা ৮৩ ও ৮৫ অনুসারে অনুমোদিত হবে। জাতিসংঘের যেসব সদস্যের অধীনে ম্যান্ডেট-শাসিত এলাকা রয়েছে তাদের তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতা একইভাবে স্থির করা হবে।

ধারা ৮০

১. ধারা ৭৭, ৭৯ ও ৮১ অনুসারে পৃথক পৃথক অছি-চুক্তির দ্বারা প্রত্যেকটি এলাকা অছি-ব্যবস্থাধীনে আনার জন্য ঐকমত্য না হওয়া পর্যন্ত এবং যতদিন না এ ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয় ততদিন এ অধ্যায়ের কোনো শর্তই কোনোভাবে কোনো রাষ্ট্র বা জাতির অধিকারসমূহ অথবা জাতিসংঘের সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর শর্তাবলি পরিবর্তন করবে না।

২. ধারা ৭৭ অনুযায়ী ম্যান্ডেটভুক্ত ও অন্যান্য এলাকা অছি-ব্যবস্থায় অর্পণের জন্য প্রয়োজনীয় আলোচনা বা চুক্তি সম্পাদন বিলম্ব বা স্থগিত করার সমর্থনে এ ধারার প্রথম অনুচ্ছেদের কোনো ধরনের ব্যাখ্যা করা চলবে না।

ধারা ৮১

প্রতি ক্ষেত্রেই অছি-এলাকা শাসনের শর্তাবলি অছি-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং চুক্তিতে শাসনভার পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের নাম সুনির্দিষ্ট থাকবে। এ ধরনের কর্তৃপক্ষ যা অতঃপর প্রশাসন কর্তৃপক্ষ বলে পরিচিত হবে এক বা একাধিক রাষ্ট্র বা জাতিসংঘের স্বয়ং হতে পারে।

ধারা ৮২

ধারা ৪৩ অনুসারে সম্পাদিত কোনো বিশেষ চুক্তি বা চুক্তিগুলো ব্যত্যয় না করে কোনো অছি-এলাকা সামগ্রিকভাবে অথবা অংশত এক বা একাধিক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বা অঞ্চলগুলো নিয়ে গঠিত বলে সংশ্লিষ্ট অছি-চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে পারে।

ধারা ৮৩

১. ধারা ৭৬-এ বর্ণিত মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি প্রত্যেক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের জনগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২. অছি-চুক্তিগুলোর শর্তসাপেক্ষে এবং নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন না করে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলো জাতিসংঘের অছি ব্যবস্থাধীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অছি পরিষদের সহায়তা নিতে পারবে।

ধারা ৮৪

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে অছি-এলাকার যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ সুনিশ্চিত করা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে। এ উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি দায়দায়িত্ব সম্পাদন এবং অছি-এলাকায় স্থানীয় প্রতিরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ওই এলাকা থেকে স্বেচ্ছাসেবক, সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা কাজে লাগাতে পারবে।

ধারা ৮৫

১. অছি-চুক্তির শর্তাবলি ও এসবের পরিবর্তন বা সংশোধনের অনুমোদনসহ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত নয় এ ধরনের অছি-এলাকা সম্পর্কে জাতিসংঘের সব কাজ সাধারণ পরিষদ সম্পাদন করবে।

২. সাধারণ পরিষদের কর্তৃত্বাধীন অছি পরিষদ সাধারণ পরিষদকে এসব কাজ সম্পাদনে সহায়তা দেবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অছি পরিষদ

গঠনপ্রণালী

ধারা ৮৬

১. নিম্নলিখিত জাতিসংঘ সদস্যদের সমন্বয়ে অছি পরিষদ গঠিত হবে :
   ক. অছিভুক্ত এলাকা প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত সদস্যরা;
   খ. অছিভুক্ত এলাকা প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত নয় এমন যেসব সদস্যের নাম ধারা ২৩-এ উল্লেখ রয়েছে; এবং
   গ. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক তিন বছরের মেয়াদে নির্ধারিত সদস্যরা। অবশ্য অছি পরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণের লক্ষ্য রাখা হবে যে অছি-ব্যবস্থার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বহনকারী এবং যাদের এরূপ কর্তৃত্ব নেই এই উভয়বিদ সদস্যের মধ্যে যেন সংখ্যার সমতা বজায় থাকে।

২. অছি পরিষদের প্রতি সদস্য একজন বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনীত করবে।

কার্যাবলি ও ক্ষমতা

ধারা ৮৭

সাধারণ পরিষদ এবং এর কর্তৃত্বাধীনে অছি পরিষদ কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য :

ক. প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করবে;

খ. আবেদনপত্রগুলো গ্রহণ এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শক্রমে পরীক্ষা করবে ;

গ. সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মাঝে মাঝে অছি এলাকাগুলো পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে; এবং

ঘ. অছি-চুক্তিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এ ধরনের অন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে।

ধারা ৮৮

অছি পরিষদ প্রত্যেক অছি-এলাকার অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রশ্নমালা তৈরি করবে এবং এ প্রশ্নমালাকে ভিত্তি করেই সাধারণ পরিষদের আওতাধীন প্রতি অছিভুক্ত এলাকা সম্পর্কে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সাধারণ পরিষদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবে।

ভোটদানের নিয়মাবলি

ধারা ৮৯

১. অছি পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে।

২. উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক্যে অছি পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

কার্যপদ্ধতি

ধারা ৯০

১. অছি পরিষদ সভাপতি নির্বাচন পদ্ধতিসহ নিজ কার্যপদ্ধতির নিয়মাবলি নিজেই গ্রহণ করবে।

২. নিজ নিয়মকানুন অনুযায়ী অছি পরিষদ মিলিত হবে। অধিকাংশ সদস্যের অনুরোধক্রমে বৈঠক আহ্বানের ব্যবস্থাও এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ধারা ৯১

প্রয়োজনবোধে অছি পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাপার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং বিশেষ এজেন্সিগুলোর সাহায্য ও সহায়তা নেবে।

চতুর্থ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক আদালত

ধারা ৯২

আন্তর্জাতিক আদালত জাতিসংঘের প্রধান বিচার-অঙ্গ হবে। এই আদালত সংযোজিত সংবিধান অনুসারে কাজ চালাবে। ওই সংবিধান স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমান সনদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ধারা ৯৩

১. জাতিসংঘের সব সদস্য এই প্রকৃত তথ্যবলে আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধানের অংশীদার।

২. জাতিসংঘের সদস্য নয়, এমন যেকোনো রাষ্ট্রও এ আদালতের সংবিধানে অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিটি মামলায় নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিরূপিত শর্তগুলো সে রাষ্ট্রকে মেনে চলতে হবে।

ধারা ৯৪

১. জাতিসংঘের প্রত্যেক সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত মেনে চলবে বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

২. যদি মামলায় সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষ আদালতের রায় অনুসারে আরোপিত বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হয়, তবে অপর পক্ষ নিরাপত্তা পরিষদের শরণাপন্ন হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে ওই পরিষদ বিচারের রায় কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনবোধে সুপারিশ পেশ বা ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ধারা ৯৫

জাতিসংঘ সনদের কোনো ধারাই বর্তমান চুক্তি ও ভবিষ্যতের কোনো নতুন চুক্তিবলে সদস্যদেরকে তাদের বিরোধগুলো মীমাংসার জন্য অন্য কোনো বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে বিরত করবে না।

ধারা ৯৬

১. যেকোনো আইনগত প্রশ্নে সাধারণ পরিষদ অথবা নিরাপত্তা পরিষদ উপদেশমূলক মতামত প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতকে অনুরোধ করতে পারবে।

২. জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গসংস্থা এবং বিশেষ এজেন্সিগুলোও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তাদের নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রের আওতাভুক্ত যেকোনো আইনগত প্রশ্ন সম্বন্ধে আদালতকে উপদেশমূলক মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সেক্রেটারিয়েট

ধারা ৯৭

একজন সেক্রেটারি জেনারেল এবং প্রতিষ্ঠানটির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারীদের নিয়ে জাতিসংঘ সেক্রেটারিয়েট গঠিত হবে। সেক্রেটারি জেনারেল নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটির প্রধান প্রশাসক হিসেবে কাজ করবেন।

ধারা ৯৮

পদাধিকারবলে সেক্রেটারি জেনারেল সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের সব অধিবেশনের কার্য পরিচালনা করবেন এবং এসব অঙ্গসংস্থা কর্তৃক অর্পিত সব দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপ সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

ধারা ৯৯

যদি সেক্রেটারি জেনারেল কোনো বিষয় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে বিবেচনা করবেন, তবে তিনি তা নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টিগোচর করতে পারবেন।

ধারা ১০০

১. দায়িত্ব পালনকালে সেক্রেটারি জেনারেল ও তাঁর কর্মচারীরা কোনো সরকারের বা জাতিসংঘ-বহির্ভূত কোনো কর্তৃপক্ষের কোনো নির্দেশের প্রতীক্ষা করবেন না অথবা গ্রহণ করবেন না। জাতিসংঘের কাছে দায়ী আন্তর্জাতিক কর্মচারী হিসেবে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে, এমন কাজ থেকে তাঁরা বিরত থাকবেন।

২. সেক্রেটারি জেনারেল ও তাঁর কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে আন্তর্জাতিক প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং সেসব দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার না করতে জাতিসংঘের প্রত্যেক সদস্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ধারা ১০১

১. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্থিরকৃত নিয়মানুসারে সেক্রেটারি জেনারেল তাঁর কর্মচারীদের নিয়োগ করবেন।

২. উপযুক্ত কর্মচারীরা স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ এবং প্রয়োজনমতো জাতিসংঘের জন্য অঙ্গসংস্থাগুলোয় নিযুক্ত হবেন। ওই কর্মচারীরা সেক্রেটারিয়েটের একটি অংশ বলে গণ্য হবেন।

৩. কর্মচারীদের নিয়োগ এবং তাঁদের চাকরির শর্ত নির্ধারণের বেলায় উচ্চতম যোগ্যতা, দক্ষতা ও চারিত্রিক অখণ্ডতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং যতটা সম্ভব বিস্তীর্ণ ভৌগলিক ভিত্তিতে তাঁদের নিযুক্ত করতে হবে।

ষোড়শ অধ্যায়

বিবিধ ধারা

ধারা ১০২

১. এই সনদ বলবৎ হওয়ার পর জাতিসংঘের কোনো সদস্য কর্তৃক সম্পাদিত যেকোনো চুক্তি যথাসম্ভব সত্বর সেক্রেটারিয়েটে নথিভুক্ত ও এর মাধ্যমে প্রকাশিত হতে হবে।

২. বর্তমান ধারা প্রথম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি কোনো পক্ষ এ ধরনের সম্পাদিত সন্ধিপত্র বা আন্তর্জাতিক চুক্তি নথিভুক্ত না করে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে ওই পক্ষ জাতিসংঘের কোনো অঙ্গসংস্থায় ওই সন্ধিপত্র বা চুক্তির আশ্রয় নিতে পারবে না।

ধারা ১০৩

যদি বর্তমান সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্যদের দায়দায়িত্বের সঙ্গে অন্য কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি মোতাবেক তাদের দায়দায়িত্বের বিরোধ ঘটে, তবে তাদের সনদ মোতাবেক দায়দায়িত্বই প্রাধান্য লাভ করবে।

ধারা ১০৪

এই সংগঠন তার উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় সব আইনগত ক্ষমতার অধিকারী থাকবে।

ধারা ১০৫

১. প্রতিষ্ঠানটি তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় সুবিধা ও অব্যাহতিগুলো ভোগ করবে।

২. জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিরা এবং প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারীরা স্বাধীনভাবে সংগঠনটির কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের জন্য অনুরূপভাবে প্রয়োজনীয় সুবিধা ও অব্যাহতিগুলো ভোগ করবে।

৩. এই ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ প্রয়োগের বিস্তারিত সদস্যদের কাছে সুপারিশ করতে পারবে অথবা সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব করতে পারবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

অন্তর্বর্তীকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি

ধারা ১০৬

যাতে নিরাপত্তা পরিষদের মতে ধারা ৪২ অনুযায়ী পরিষদ তার দায়িত্ব পালনের কাজ শুরু করতে পারে সেজন্য ৪৩ ধারায় উল্লিখিত বিশেষ চুক্তিগুলো কার্যকর হওয়াপর আগে ১৯৪৩ সালে ৩০ অক্টোবর মস্কোতে স্বাক্ষরিত চর্তুশক্তি ঘোষণায় অংশীদার রাষ্ট্রগুলো ও ফ্রান্স ওই ঘোষণার পঞ্চম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরস্পরের সঙ্গে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে সংগঠনটির পক্ষ থেকে যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের অন্য সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

ধারা ১০৭

সনদে স্বাক্ষরকারী কোনো রাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন কোনো শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘটিত কোনো ব্যাপারে ব্যবস্থা নিলে বর্তমান সনদের কোনো ধারাই তা বাতিল বা নিবারণ করছে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সংশোধনের নিয়মাবলি

ধারা ১০৮

সনদের কোনো সংশোধনী সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হলে এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যসহ নিজ নিজ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে জাতিসংঘের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হলে জাতিসংঘের সব সদস্যের জন্য সংশোধনীটি বলবৎ হবে।

ধারা ১০৯

১. বর্তমান সনদ পুনর্বিবেচনার জন্য সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ এবং নিরাপত্তা পরিষদের যেকোনো নয়টি সদস্যের ভোটে নির্ধারিত তারিখ ও স্থানে জাতিসংঘের সদস্যদের একটি সাধারণ সম্মেলন আহ্বান করা যেতে পারে। এ সম্মেলনে জাতিসংঘের প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোটদানের অধিকার থাকবে।

২. সম্মেলনের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত সনদের যেকোনো পরিবর্তনের সুপারিশ নিরাপত্তা পরিষদের সব স্থায়ী সদস্যসহ জাতিসংঘের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক নিজ নিজ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী অনুমোদিত হলেই তা কার্যকর হবে।

৩. যদি বর্তমান সনদ বলবৎ হওয়ার পর এবং সাধারণ পরিষদের দশম বার্ষিক অধিবেশনের আগে এ ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হয়, তবে সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে ওই অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং প্রস্তাবটির পক্ষে সাধারণ পরিষদের সংখ্যাধিক্য ভোট এবং নিরাপত্তা পরিষদের যেকোনো সাতটি সদস্যের ভোট পাওয়া গেলে এ ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

অনুমোদন ও স্বাক্ষরদান

ধারা ১১০

১. নিজ নিজ সাংবিধানিক পদ্ধতিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলো বর্তমান সনদ অনুমোদন করবে।

২. এসব অনুমোদনপত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। ওই সরকার স্বাক্ষরকারী সব রাষ্ট্রকে এবং প্রতিষ্ঠানটির যদি সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন, তবে তাঁকে প্রত্যেকটি গচ্ছিত অনুমোদনপত্র সম্পর্কে অবগত করবেন।

৩. চীন প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের অধিকাংশ অনুমোদনপত্র গচ্ছিত করলে বর্তমান সনদ বলবৎ হবে। অতঃপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার গচ্ছিত ও অনুমোদনপত্রগুলোর একটি মুসাবিদা তৈরি করবে এবং এর প্রতিলিপি সব স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের কাছে পাঠাবে।

৪. বর্তমান সনদে স্বাক্ষরকারী যেসব রাষ্ট্র সনদ বলবৎ হওয়ার পর তা অনুমোদন করবে সেসব রাষ্ট্র নিজ নিজ অনুমোদনপত্র গচ্ছিত করার দিন থেকে জাতিসংঘের মূল সদস্য বলে গণ্য হবে।

ধারা ১১১

বর্তমান সনদের চীনা, ফরাসি, রুশ, ইংরেজি ও স্প্যানিশ পাঠ সমভাবে প্রমাণসিদ্ধ। সনদটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংরক্ষণ দপ্তরে গচ্ছিত থাকবে। ওই সরকার সনদের যথার্থরূপে সত্যায়িত প্রতিলিপিগুলো অন্যান্য স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের সরকারগুলোর কাছে পাঠাবে।

উল্লিখিত সব বিষয়ে স্থির বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে জাতিসংঘের সরকারগুলোর প্রতিনিধিরা এই সনদে স্বাক্ষর করেছেন।

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসের ২৬ তারিখে সানফ্রানসিসকো নগরীতে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিগণ জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করেন।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র

ঢাকা, বাংলাদেশ